12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

মুভী আর্ট প্রোডাক্‌শনের

রাত একটা

প্রযোজনা ঃ সুবোধরঞ্জন দে ও সুবিমল দাশ

সংলাপ ঃ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

কালিপদ দাশ

সুরসৃষ্টি—দেবী ভট্টাচার্য। চিত্রগ্রহণ—সন্তোষ গুহরায় ও কেষ্টো মুখোপাধ্যায়। শব্দধারণ—বাণী দত্ত ও হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদনা—নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য্য। শিল্প নির্দেশনা—স্বপন সেন। কর্মসচীব—সন্টু দাশ। রূপসজ্জায়—দুর্গা চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ রূপ সজ্জায়—প্রেমানন্দ গোস্বামী। আবহ সঙ্গীত—গ্র্যাণ্ড অর্কেষ্ট্রা। আলোক সম্পাত— হরেন গাঙ্গুলী। রসায়নাগার শিল্পে—বিজন রায়। স্থির চিত্র—মডার্ন ইলেক্‌ট্রিক ষ্টুডিও ও ভারতী চিত্রম্

সহকারী ঃ

পরিচালনা ঃ রবীন বোস্ ও বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরসৃষ্টি ঃ রবীন ব্যানার্জি। চিত্রগ্রহণ ঃ রণজিত চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদনা ঃ অনিল নন্দন ও মিহির ঘোষ।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে R.C.A. ষ্টুডিও চ্যানেলে গৃহীত।

ফিল্ম সার্ভিস হইতে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি

উদয়ন সায়েন্টিফিক্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ লিঃ, বায়োলজিক্যাল সাপ্লাই কনসার্ন লিঃ, হসপিট্যাল এপ্লায়েন্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোং।

প্রচার পরিচালনা ঃ মুভী এ্যাডস্

পরিবেশনা ঃ লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্স।

চরিত্র চিত্রনে ঃ

পাহাড়ী সান্যাল। ধীরাজ ভট্টাচার্য। রবীন মজুমদার। শিশির মিত্র। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরেন চ্যাটার্জি। মিহির ভট্টাচার্য। কালি সরকার। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। সমীর মজুমদার। ম্যালকম। রবীন। শিপ্রা মিত্র। তপতী ঘোষ। শ্যামলী চক্রবর্তী। লীলা শর্মা। রীতা কর। ইলা ঘোষ।

রাত তখন একটা।

ঘড়ির কাঁটা একটার ঘরে আসে আর এক একটি প্রাণী ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে আততায়ীর গুপ্ত আঘাতে। সেই মৃত্যুপথ যাত্রীকে ? তা' জানতে হ'লে, আমাদের, আপনাদের আসতে হবে শহরের কোলাহল থেকে কিছু দূরে নিঃস্তব্ধ এক পরিবেশে, যেখানে অধ্যাপক চৌধুরী তাঁর জীবন যাপন করছিলেন। জীবনের ফুরিয়ে আসা দিনগুলো হয়ত তাঁর নির্বিঘ্ন শান্তিতেই কেটে যেতে পারত, যদি না বিধাতা তাঁর একমাত্র মেয়ে রমাকে হঠাৎ পঙ্গু করে দিয়ে তাঁর সুখের সংসারটিকে লণ্ডভণ্ড করে দিতেন। কিন্তু তাতেও ভেঙে পড়েননি অধ্যাপক চৌধুরী। মেয়ের পঙ্গু পা'কে সুস্থ করে তোলবার জন্যে এতটুকুও কার্পণ্য ছিল না তাঁর।

অধ্যাপক চৌধুরীর প্রিয়তম ছাত্র পুলক রায়ও মেয়ে-বাপের এই ছোট সংসারটিতে গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল। আত্মভোলা অধ্যাপকেরও এই ছাত্রটির সম্পর্কে দুর্বলতার অন্ত ছিলনা। আর সেই সুযোগে পুলক রায়ের কল্পনা অনেক দূর অগ্রসর হবার অবকাশ পেয়েছিল। তার ধারণা ছিল অদূর ভবিষ্যতে অধ্যাপক চৌধুরীর রাজ-

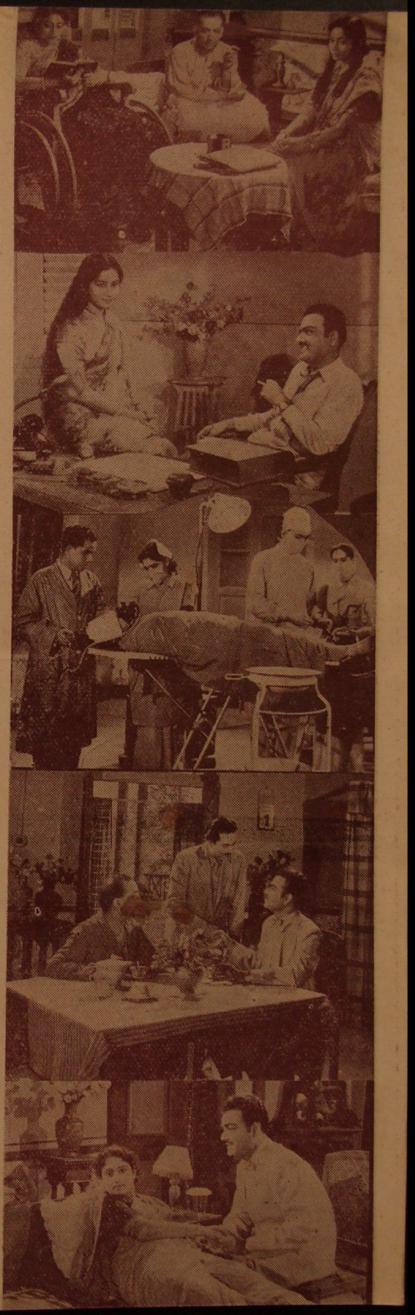

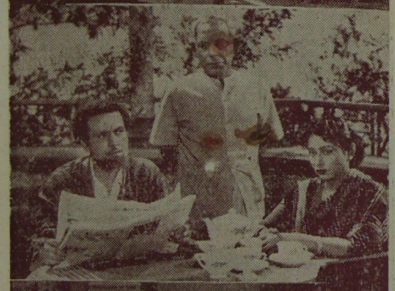

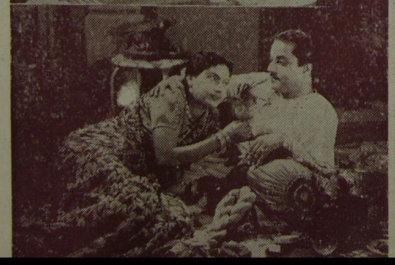

কন্যাসহ সমস্ত রাজত্বটি তারই করায়ত্ব হবে। অবশ্য এ সম্পর্কে অপর পক্ষের স্পষ্ট ধারণার কথা তখনও জানা যায়নি।

রমা'র বাল্যসহচরী রানী তার বান্ধবীকে দেখতে এলে কথাপ্রসংগে একদিন জানাল তার দাদার বন্ধু, সদ্য ভিয়েনা-ফেরৎ-ডাক্তার বোসের অপূর্ব চিকিৎসানৈপুণ্যের কথা। অধ্যাপক চৌধুরী এ কথায় কোন-প্রকার উৎসাহবোধ করলেননা, তবে নেহাৎ অনুরোধ রক্ষার্থে তিনি ডাঃ বোসকে আনবার সম্মতি দিলেন।

সদ্য ভিয়েনা প্রত্যাগত তরুন চিকিৎসক ডাঃ বোস প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই অধ্যাপক চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—তাঁর সহজ, সুন্দর ও অমায়িক ব্যবহারে; রমাও মুগ্ধ না হয়ে পারল না। চিকিৎসা চলতে লাগল আর ধীরে ধীরে রমা ও ডাঃ বোস দু'জনে দু'জনের একান্ত কাছাকাছি চলে এল। ডাঃ বোস কিন্তু জানত না যে, আর একটি মেয়ে তাকেই জীবন-দেবতা করে অলক্ষ্যে তার পূজো করে চলেছে—সে রানী।

রমা ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল বটে কিন্তু পুলক রায়ের মনের অসুস্থতা গেল বেড়ে। অধ্যাপকের পঙ্গু মেয়ে রমা'র প্রতি যত না তার দৃষ্টি ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল অধ্যাপকের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি। তাই ডাঃ বোসকে প্রথম দিন থেকেই সে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। সে ছিল মদ্যপ এবং অন্য একটি মেয়ের প্রতি আসক্ত।

রমা নতুন জীবন ফিরে পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন জীবন-সাথীটি-কেও মনে মনে বরণ করে নিল; অধ্যাপক চৌধুরী আনন্দে আত্মহারা হয়ে ডাঃ বোসের হাতেই তুলে দিতে চাইলেন মেয়েকে। ডাঃ বোসও সে দানকে প্রত্যাখান করতে পারলেন না। তাই বিয়ের দিন স্থির হোল।

কিন্তু তবুও বিয়ে আর ঘ'টে উঠলনা। কারণ পুলক রায় ডাঃ বোসকে হঠাৎ একদিন সরাসরি আক্রমণ করে বসল তার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে। উত্তরে ডাঃ বোস পুলককে চলে যেতে বললেন। কিন্তু পুলক রায় প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। তারই নিয়োজিত কতকগুলি দুর্বৃত্ত ডাঃ অজয় বোসের ল্যাবরেটরী ভেঙে চুরমার করে, আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাঁর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হেনে দু'টি সম্ভাব্য জীবনের স্বাভাবিক পরিণতিকে বিনষ্ট করে দিল।

চৌধুরী পরিবারে এই দুঃসংবাদ যথারীতি এসে পৌঁছুল। রমা তার ভাগ্যের এই পরিহাসকে শান্ত চিত্তে

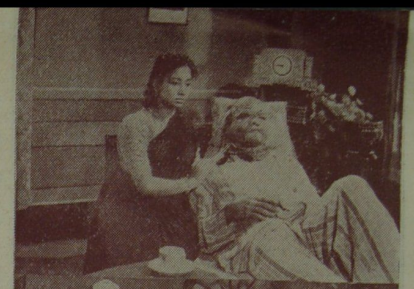

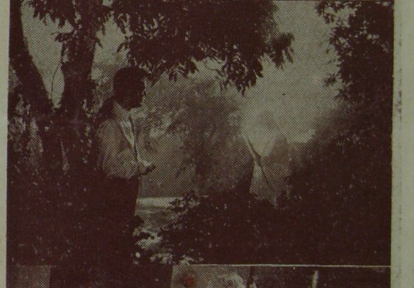

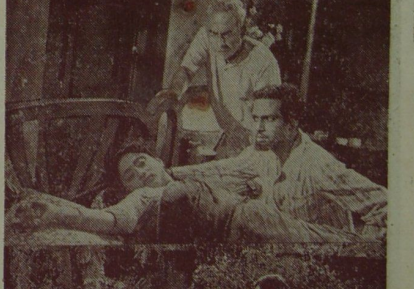

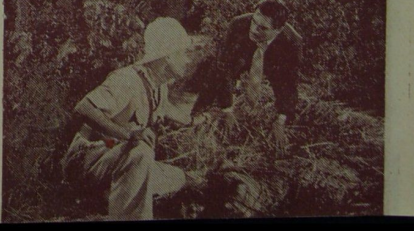

মেনে নিলেও অধ্যাপক চৌধুরী তাঁর স্বপ্ন-ভঙ্গের নির্মমতাকে সহ্য করতে পারলেন না। হৃদয়ের গভীরে বহুদিনের সঞ্চিত বেদনাগুলি অকস্মাৎ যেন তীব্র হয়ে উঠল। তিনি শয্যা নিলেন, আর সেই শয্যা তার শেষ শয্যা। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা রমাকে তাঁর প্রিয়-তম ছাত্র পুলক রায়ের হাতে সমর্পণ করে গেলেন! ওদিকে অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, ল্যাবরেটরীতে আগুন লেগে ডাঃ অজয় বোস অগ্নি-দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। রমার মন কিন্তু এ খবরে সায় দিল না। বিয়ের পর পুলক রায়ের স্বাধীনতা অবাধ হয়ে উঠল—তার পদধুলিতে তারই অনুগৃহীতা শান্তার গৃহ ধন্য হতে লাগল আর মদের মাত্রা গেল বেড়ে।

পূর্ব-নিমন্ত্রণক্রমে পাটনা থেকে রমার খুড়তুতো বোন মীরা আর এবাড়ীর পরম সুহৃদ ও রমার বাল্য সহচর ডাঃ বিজন সেন এসে পৌছল এবং শুনল প্রফেসর চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুর কথা, শুনল রমা ও পুলকের বিয়ের কথা। শুনে স্তম্ভিত হল তারা কিন্তু বিস্ময়ের বাকী ছিল আরও। হঠাৎ চৌধুরী বাড়ীতে দুর্ঘটনার মাত্রা যেন বেড়ে গেল। পর পর দু' রাত্রিতে মীরা হোল নিখোঁজ এবং রমা হোল নিহত! সারা বাড়ীতে আতংকের একটা ছায়া। এল পুলিশ, জেরায় জেরায় জর্জরিত করতে লাগল ডাঃ বিজনকে, কারণ রমা নিহত হবার পর তাকেই নাকি প্রথম সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে।

পুলক রায় রাত্রে বাড়ী ফেরা প্রায় বন্ধ করেছিল। ভোগ আর লালসার পংকিলতায় সে তখন সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত। তাই স্ত্রীর মৃত্যুর খবর প্রথমে তার কাণে পৌঁছোয়নি। কিন্তু তারও পাপের তরী পূর্ণ হয়ে এসেছিল, একদিন মদের নেশায় সে যখন মত্ত, তখন সেও এক অজানা আততায়ীর রিভলভারের গুলিতে হোল নিহত। পুলিশ অনুসরণ করে যাকে গ্রেপ্তার করল সে ডাঃ বিজন সেন ছাড়া আর কেউ নয়।

এলো বিচারের দিন। আদালত কক্ষ নিস্তব্ধ। আসামীর কাঠ-গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাঃ বিজন সেন। প্রেমের ব্যর্থতাই যে ডাঃ বিজনকে এতগুলি হত্যায় প্রলুব্ধ করেছিল—একথা পাব্লিক প্রসিকিউটর প্রমাণ করতে চাইলেন। কিন্তু আসামী পক্ষের উকীল একটি চেক ও চিঠি দেখিয়ে বললেন যে, আসলে ডাঃ বিজন সেন নির্দোষী। কিন্তু খুনী তাহলে কে? খুনীর সন্ধান কি পাওয়া গেল?

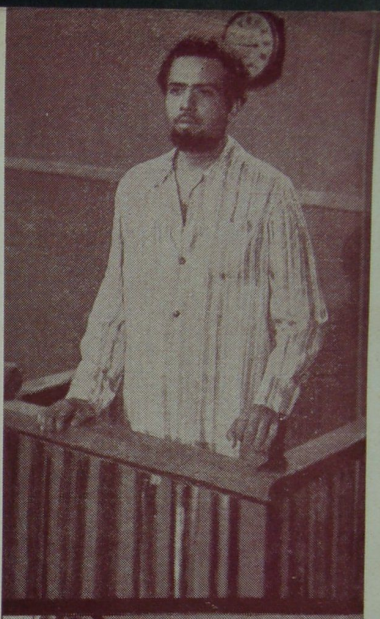

আগামী নিবেদন

রমাপদ চৌধুরীর

দাগ

পরিচালনা - সাধন সরকার

লক্ষ্মী নারায়ণ পিকচার্স ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে মুভীএ্যাডস্ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। গুজরাট প্রিন্টিং প্রেস, ৫০, এজরা ষ্ট্রীট কলিকাতা থেকে মুদ্রিত।